বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং- ৪৮২৮ এ, তারিখঃ ১৯ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ নারায়ণগঞ্জ জজশীপের যুগ্ম জেলা জজ জনাব এইচ, এম, শফিকুল ইসলাম এর মুমূর্ষু জ্যেষ্ঠ পুত্রের কিডনী অকেজো হওয়ায় চিকিৎসার জন্য জরুরী আর্থিক সহায়তা পাওয়ার আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ জেলা জজ এর কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ। স্মারক নং-ডিজে/এন/প্রশাঃ-২৩২/১৮, তারিখ ঃ ২৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নারায়ণগঞ্জ জজশীপের যুগ্ম জেলা জজ জনাব এইচ, এম, শফিকুল ইসলাম তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এ. বি. এম. সামসুদ্দিন (সানজিদ), বয়স-০৬ বছর ০৬ মাস। সে জন্মকালীন থেকেই দূরারোগ্য জটিল কিডনী রোগে আক্রান্ত। তার জন্ম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সে জন্মের পর থেকে অদ্যাবধি বাধ্যতামূলকভাবে নিয়মিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের অধীনে চিকিৎসাধীন আছে। নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও ইতোমধ্যে তার ০২ বার ফালগারেশন (Fulguration) এবং ০৪ বার পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস (Peritoneal Dialysis) করা হয়েছে। এছাড়া, তার অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে ২০১৫ খ্রিঃ সালের মার্চ মাসে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এতেও তার অবস্থার তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে তার ০২টি কিডনীই সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গিয়েছে। তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপূর্ণ। গত ২৭/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সে অসুস্থতার কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাকে ঢাকা শিশু হাসপাতালে কিডনী ও ডায়লাইসিস বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখানে সে প্রায় ০২ মাস (৫৯ দিন) ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেওয়ার পর তাকে রিলিজ দেয়া হয়। বর্তমানে তাকে প্রতি সপ্তাহে ০২ দিন হেমু ডায়ালাইসিস করাতে হচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন হয় তার কিডনী প্রতিস্থাপন করতে হবে অথবা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হিসেবে তাকে আজীবন হেমু ডায়ালাইসিস করে যেতে হবে।

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর আবেদনে আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার বাবা বেঁচে নেই। তার স্ত্রী ও ০২ সন্তানসহ তার ছোট ভাই ও বৃদ্ধা মা তার উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র তার অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য তার ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে হচ্ছে। তাঁর সন্তানের জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত তাঁকে ঢাকা মেডিকেল, বিএসএমএমইউ, পপুলার, ল্যাব এইড, কমফোর্ট, আইসিডিডিআরবি, ব্রাইটন হাসপাতাল, এ্যপোলো হাসপাতাল, মিরপুর কিডনী ফাউন্ডেশন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ভারতের নয়া দিল্লীর (Max Health Care, Hospital) সহ দেশের আরো অনেক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছে। ইতোমধ্যেই তার অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার পিছনে তার নিজের উপার্জনসহ পরিবারের সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছে। ধার দেনা করে তিনি কোনো মতে সন্তানের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩। বর্ণিতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর মৃত্যু পথযাত্রী সন্তানের চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একজন সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য বিনীত প্রার্থনা করেছেন।

৪। এমতাবস্থায়, নারায়ণগঞ্জ জজশীপের যুগ্ম জেলা জজ জনাব এইচ, এম, শফিকুল ইসলাম এর মুমূর্ষু জ্যেষ্ঠ পুত্রের কিডনী অকেজো হওয়ায় চিকিৎসার জন্য জরুরী আর্থিক সহায়তা পাওয়ার আবেদন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে আপনার অধীনস্থ একজন কর্মকর্তাকে এতদ্‌উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রদানক্রমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদন- ০২ (দুই) ফর্দ।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা
জনাব এইচ, এম, শফিকুল ইসলাম
ব্যাংক হিসাব নং- ০১০২৮৩২৪
সোনালী ব্যাংক লিঃ
নারায়ণগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

জনাব এইচ, এম, শফিকুল ইসলাম
ব্যাংক হিসাব নং- ৪৩০৫১০৩২৬৯৫৪১০০১
ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ
নারায়ণগঞ্জ শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

স্বাঃ/-
(মোঃ গোলাম রব্বানী)
রেজিস্ট্রার
ফোনঃ ৯৫১৪৬৪৬।
ই-মেইলঃ registrar_hcd@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং- এ, তারিখ ঃ ০৩/০৭/২০১৭ খ্রিঃ।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ-

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২। মহা-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৪। gnv-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৫। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৬। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।

৭। জেলা ও দায়রা জজ,---------- ----- (সকল) (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৮। মহানগর দায়রা জজ, --- ---------- ---------- (সকল) (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৯। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।

১০। বিচারক(জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।

১১। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,-------- ---------- (সকল)।

১২। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুন্নত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- ---------- ---------- (সকল)।

১৩। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।

১৪। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----- ---------- (সকল) (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১৫। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

১৬। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।

১৭। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ----------(সকল)।

১৮। বিচারক(জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত্ব সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১৯। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।

২০। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য়, কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২১। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

২২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।

২৩। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।

২৪। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।

২৫। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।

২৬। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২৭। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা (কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২৮। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২৯। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা (ইন্সটিটিউটে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩০। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা (কমিশনে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩১। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।

৩২। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

৩৩। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ কর্ম কমিশন সচিবালয় (পিএসসি), ঢাকা।

৩৪। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।

৩৫। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।

৩৬। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,------ ----------(সকল) (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩৭। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,--------- ----------(সকল) (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩৮। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।

৩৯। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।

৪০। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।

৪১। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।

৪২। সিস্টেম এনালিস্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

03-07-18

(মো'তাছিম বিল্যাহ)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোনঃ ৯৫৬১৯৩২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত এর কার্যালয়
নারায়ণগঞ্জ।

স্মারক নং- ৭৩/১ জেডিজে-২/এন/২০১৮ তারিখ ঃ ১৫/০৫/২০১৮ খ্রি.।

প্রেরক ঃ এইচ,এম, শফিকুল ইসলাম
যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ,
নারায়ণগঞ্জ।

প্রাপক ঃ মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল,
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ সহকারী রেজিস্ট্রার-বিচার)

মাধ্যম ঃ মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ,
নারায়ণগঞ্জ।

বিষয় ঃ কিডনী অকেজো হয়ে যাওয়া অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা পাওয়ার আবেদন প্রসঙ্গে।

মহাত্মন,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমার নিজ জেলা নরসিংদী। আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী বর্তমানে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জজশীপে কর্মরত আছি। আমাদের জেষ্ঠ্য পুত্র এ.বি.এম. সামসুদ্দিন (সানজিদ), বয়স- ০৬ বছর ০৬ মাস জন্মকালীন সময় থেকেই দূরারোগ্য জটিল কিডনী রোগে আক্রান্ত। তার জন্ম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সে জন্মের পর থেকে অদ্যাবধি বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়মিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের অধীনে চিকিৎসাধীন আছে। নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও ইতোমধ্যেই তার ০২ বার ফালগারেশন (Fulguration) এবং ০৪ বার পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস (Peritoneal Dialysis) করা হয়েছে। এছাড়াও তার অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সরকারের সদয় অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এতেও তার অবস্থার তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে তার ২টি কিডনীই সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গিয়েছে। তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপূর্ণ। গত ২৭/১১/২০১৭খ্রি. তারিখে সে অসুস্থতার কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাকে ঢাকা শিশু হাসপাতালে কিডনী ও ডায়ালাইসিস বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখানে সে প্রায় ২ মাস (৫৯ দিন) ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেওয়ার পর তাকে রিলিজ দেয়া হয়। বর্তমানে তাকে প্রতি সপ্তাহে ২ দিন হেমু ডায়ালাইসিস করাতে হচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন যে হয় তার কিডনী প্রতিস্থাপন করতে হবে অথবা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হিসেবে তাকে আজীবন হেমু ডায়ালাইসিস করিয়ে যেতে হবে।

আমি একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমার বাবা বেঁচে নেই। আমার স্ত্রী ও ০২ সন্তান সহ আমার ছোট ভাই ও বৃদ্ধা মা আমার উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র আমার অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য আমাকে ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে হচ্ছে। জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত তাকে ঢাকা মেডিকেল,

বিএসএমএমইউ, পপুলার, ল্যাব এইড, কমফোর্ট, আইসিডিডিআরবি, ব্রাইটন হাসপাতাল, এপোলো হাসপাতাল, মিরপুর কিডনী ফাউন্ডেশন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ভারতের নয়া দিল্লীর (**Max Health Care, Hospital**) সহ দেশের আরো অনেক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছে। ইতোমধ্যেই আমাদের অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার পিছনে আমার নিজের উপার্জন সহ পরিবারের সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছে। ধার দেনা করে কোন মতে সন্তানের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছি।

মহান আল্লাহ পাক যত দিন হায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন তার বেশি একটি নিঃশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাও কারো নেই। তথাপি পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বস্তু। আমি আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন অসুস্থ সন্তানকে আমার লাশ কাঁধে নেওয়ার তওফিক দান করেন। সেই আশায় পিতা হয়ে আমার মৃত্যু পথযাত্রী সন্তানের চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একজন সদস্য হিসেবে আপনি সহ আপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সবিনয় আবেদন করছি।

এমতাবস্থায়, অধীনের বিনীত আরজ আমার মুমূর্ষু সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা হিসেবে তার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি যাতে অতি সত্ত্বর আর্থিক সহায়তা পেতে পারি তার বিহীত আদেশ দানে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মহোদয়ের কৃপা হয়।

আপনার একান্ত অনুগত

২৫.০৫.১৮

(এইচ,এম, শফিকুল ইসলাম)
(গ্রেডেশন নম্বর ৭৮০)
যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ
নারায়ণগঞ্জ।
ব্যাংক হিসাব নং- ০১০২৮৩২৪
সোনালী ব্যাংক লিঃ,
কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ব্যাংক হিসাব নং-
৪৩০৫১০৩২৬৯৫৪১০০১
ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ,
নারায়ণগঞ্জ শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সংযুক্তিঃ- ১) বর্ণনা মোতাবেক ১০ ফর্দ।